দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 17 AUG 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ২ ...

শিবগঞ্জে ৪ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জলাবদ্ধতা

১৫শ শিক্ষার্থী ও শিক্ষক-কর্মচারীর ভোগান্তি

■ শিবগঞ্জ (চাঁপাইনবাবগঞ্জ) সংবাদদাতা

শিবগঞ্জে ৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জলাবদ্ধতার কারণে প্রায় ১৪'শ শিক্ষার্থী ও এক'শ শিক্ষক-কর্মচারীকে দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে।

সরেজমিন গিয়ে দেখা গেছে, জেলার শিবগঞ্জ উপজেলায় আনক হাজী এশান আলি কারিগরি কামিল মাদ্রাসা, আনক আলহাজ শরীফ আহমেদ কারিগরি উচ্চ বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় এবং আনক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে হাঁটুপানি জমে আছে। পানি মাড়িয়েই শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষে যেতে হচ্ছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর আশ-পাশের লোকজন জানান, অনেকদিন ধরে পানি জমে থাকায় শিক্ষার্থীদের দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। বিশেষ করে ছাত্রীদের দুর্ভোগ চরমে। অনেক ছাত্রীকে বিদ্যালয় বা মহাবিদ্যালয়ে এসে পোশাক পরিবর্তন করতে হচ্ছে। হাজী এশান আলি কামিল মাদ্রাসার প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী আব্দুস সোবহান, শাহীন কারিগরি উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী এমদাদুল, রুবেলসহ অনেকে জানায়, 'আমরা জলাবদ্ধতার মধ্যে অনেক কষ্টে ক্লাসে উপস্থিত হচ্ছি। আমরা কর্তৃপক্ষের কাছে এর প্রতিকারের জন্য আবেদন করছি।'

> 'বিশেষ করে পানি জমে থাকায় ছাত্রীদের দুর্ভোগ চরমে। অনেক ছাত্রীকে বিদ্যালয়ে এসে পোশাক পাল্টাতে হয়'

মাদ্রাসার অফিস সহকারী কহিনুর বেগম ক্ষোভের সাথে জানান, পুরুষরা প্যান্ট উল্টে অফিসে যেতে পারে কিন্তু আমাকে পোশাক ভিজিয়ে অফিসে পৌছানোর পর আবার পোশাক পাল্টাতে হয়। একই অভিযোগ ফেরদৌসি, আঁখি, জান্নাতি খাতুনসহ অনেক ছাত্রীর। আনক হাজী এশান আলি কারিগরি কামিল মাদ্রাসার ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মোঃ সাদিকুল ইসলাম জানান, তার প্রতিষ্ঠানে ১৬টি শ্রেণিতে প্রায় ৭'শ শিক্ষার্থী রয়েছে। কিন্তু মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে পানি জমে থাকার কারণে বেশিরভাগ শিক্ষার্থী মাদ্রাসায় আসছে না।

ঐ ৪টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধানসহ অন্য শিক্ষকরা জানান, প্রায় এক যুগ ধরে সমস্যা নিরসনে আমরা রাজনৈতিক নেতা ও শিক্ষা অধিদপ্তরের বিভিন্ন অফিসে ধর্না দিয়েছি। কোনো লাভ হয়নি। মাদ্রাসার সভাপতি মোঃ তোহিদল আলম টিয়া বলেন, আমরা ইতিমধ্যে বিভিন্ন অফিসে আবেদন করেছি এবং স্থানীয় এমপির কাছে ঘুরাঘুরি করছি। আশাকরি, খুব শিগগিরই সমস্যার সমাধান হবে। এ ব্যাপারে শিবগঞ্জ উপজেলা শিক্ষা অফিসের কর্মকর্তা মোঃ আব্দুল মান্নান জানান, ঐ ৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জলাবদ্ধতা রোধ করার কোনো আবেদন আমরা পাইনি।